মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল আর নেই

সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের মেজো ভাই মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শনিবার ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

ইকবাল হোসেন বুলবুল শহরের বোসপাড়ার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের মেজ ছেলে।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মরহুমের জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে হাতির পিঠে নৌকা নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচরণা

হাতির পিঠে নৌকা নিয়ে বিশাল এক নির্বাচনী মিছিল করলেন মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ মঙ্গলবার ২ জানুয়ারি বিকালে শহরের শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে থেকে বিশাল মিছিলটি বের করা হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও নৗকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন। মিছলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে যেয়ে শেষ হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষায়ক সম্পাদক অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল সহ বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও নারী কর্মীরা এই মিছিলে অংশ নেয়।

চাকরিবিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনে সাইদুরকে শোকজ

অসুস্থতা জনিত ছুটি নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়া সাইদুর রহমানকে স্বপ্রনোদিত শোকজ করেছে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি। সাইদুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ্’র ছেলে।তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা পল্লী সঞ্চয় অফিসের মাঠ সহকারী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এই স্বপ্রণোদিত শোকজ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২৭ ডিসেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়। কমিটি জানতে পারে মোঃ সাইদুর রহমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকে মাঠ সহকারী কর্মকর্তা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত। তবে অসুস্থতাজনিত ছুটি নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়েছেন। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সরকারী কর্মচারী হয়েও নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়ে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৫ (৩) লঙ্ঘন করেছেন। আগামী ১ জানুয়ারি সকাল ১১ টার সময় তাকে স্বশরীরে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে হাজির হয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকবো শোকজের জবাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আচরণবিধি ভঙ্গের কথা অস্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আরো সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া শোকজের উত্তর দিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধিরা।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় শোকজের

উত্তর দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মনোনিত প্রতিনিধিগণ।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে শোকজের উত্তর দিতে আসেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী দুলাভাই বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন ও অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম।

অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয় থেকে জানা গেছে, শোকজ এর উত্তরে প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধিরা বলেছেন, ‘জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে মেহেরপুর এসেছিলেন। সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা অসুস্থ শুনে তিনি মানবিক কারণে রাষ্ট্রীয় গাড়ি ব্যবহার করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান কে দেখতে তার বাড়ি যান। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী দুই বারের নির্বাচিত সাংসদ হওয়াতে এলাকায় তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তার আগমনের খবর পেয়ে সাধারণ জনগণ চেয়ারম্যানের বাসভবনে সামনে ভিড় করে। এসময় তিনি চার দেয়াল এর মধ্যে তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন মাত্র, কোন জনসভা করেননি।’ একই সাথে নির্বাচনের আচরণবিধে নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে আরো সতর্ক থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে গত রবিবার নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ নোটিশ করেছিলেন। নোটিশে বলা হয়েছিল, ‘কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের শোলমারীস্থ বাসভবনের সামনে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারি গাড়িযোগে পুলিশ প্রটোকলসহকারে জনসভায় উপস্থিত হন। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২ ও ১৪ (২) এর লঙ্ঘন।’

আচরণবিধি লঙ্ঙ্ঘনের অভিযোগে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে শোকজ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ রবিবার মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ও নির্বাচন অনসন্ধান কমিটির মেহেরপুর-১ আসনের চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজন নোটিশে বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী গত ৯ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার শোলমারীরস্থ বাসভবনের সামনে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারি গাড়ি যোগে এবং পুলিশ প্রটৌকল সহকারে জসভায় উপস্থিত হন। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১২ ও ১৪ (২) এর লঙ্ঘন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার সময় জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ে প্রার্থী স্বশরীরে অথবা মনোনিত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হলো।

দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দিতে চায় – জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন বলেছেন, ‘নির্বাচনের রোড ম্যাপ হয়েছে গেছে। আমরা নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আজকে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দিতে চায়।

কোন ষড়যন্ত্র নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শান্তির জনপদে পরিনত হয়েছে। কেউ যদি সেই শান্তি নষ্ট করতে চাই তাহলে জনগন তাদের প্রতিহত করবে।’

শনিবার বিকালে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। বাংলাদেশ এখন মেট্রোরেলের দেশ, বাংলাদেশ এখন কর্ণফুলী টানেলের দেশ, বাংলাদেশ এখন পদ্মা সেতুর দেশ, বাংলাদেশ এখন পরমানু বিদ্যুৎতের দেশ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত হয়েছে বাংলাদেশ। যাদের ঘর নেই, তাদের ঘর দিয়েছেন শেখ হাসিনা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন, ডানে বামে সামনে পিছনে সব খানেই শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন। আপনারা ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন বলেই দেশে এতো উন্নয়ন। সামনে আরও পরিকল্পনা আছে। তাই উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম ,সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ , দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি,আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরি, কুতুবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান,জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁন।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল হালিম, জহুরুল ইসলাম,

মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডল, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারন সম্পাদক কুতুব উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক দলে ঘাপটি মেরে আছে-মোনালিসা

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে যুব মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার ২৭ অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় মেহেরপুরের শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের ব্যানারে এই বিশাল নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীপত্নী ও বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা ফরহাদ হোসেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছেন বলেই শামসুজ্জোহা পার্ক আজ কানায় কানায় পরিপূর্ন। যুগে যুগে দলের মধ্যে খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। তারা উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা, তারা দলের বিপক্ষে কথা বলে, উন্নয়নের বিপক্ষে কথা বলে। দল বিরোধী কার্যক্রম করে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘এখন মেহেরপুরে কোন দুর্বৃত্তায়ন নাই, কোন সন্ত্রাস নাই, মেহেরপুরে কোন চাঁদাবাজ নাই। আজকের এই বিশাল জনসভা প্রমাণ করে মেহেরপুরে যুব মহিলালীগ নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার মানে কৃষি বান্ধব সরকার। আমাদের ঠিকানা নৌকা,

আমাদের ঠিকানা আওয়ামী লীগ, আম

মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় যুব নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি।

এসডিজি অর্জনের নারীরা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত
মতবিনিময় সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

শনিবার ২১ অক্টোবর দুপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর আয়োজনে ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এসডিজি অর্জনে “আমরা করবো জয়” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরো বলেন, ‘বাংলাদেশ শান্তির জনপদে পরিনত হবে। এস ডি জি (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট) বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আর এতে নারীদের অবদান ব্যাপক। দেশের গ্রস ইকোনমির অগ্রগতিতে সিংহভাগই নারীদের অবদান।’

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিএএমপিই এর পরিচালক (ঢাকা) ড.মোস্তাফিজুর রহমান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমীন এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

এছাড়াও এসময় সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম,জেলা তথ্য অফিস আব্দুল আল মামুন, রুপান্তর এর পরিচালক (খুলনা) মিজানুর রহমান পান্না,মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মদ,ফাহিমা আক্তার ছবি, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে খুলনার জনপ্রিয় সঙ্গিত গোষ্ঠী রুপান্তরের পরিবেশনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে একটি পট গান পরিবেশিত হয়। পরে মউকের উদ্যাগে ২৮ টি দুস্থ পরিবারকে একটি করে ছাগল উপহার দেওয়া হয়।

কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করিয় চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ
সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি
দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু। অপরদিকে, চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছিলেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার বিকল্প নাই-

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আগামী নির্বাচন ২০২৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। নৌকায় মানুষ ভোট দিয়েছিলো বলে একসময় দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আবার নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে এখন দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের এক রোল মডেল। এই ধারাবাহিকতা রক্ষায় আগামী নির্বাচনেও আপনাদেরকে নৌকায় ভোট দিতে হবে।

সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর বিকালে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে আয়োজিত গণসংযোগ ও পথসভায়ায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন একথা বলেন। এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ইসলামপুর, সাহেবপুর, ভবনন্দপুর ও টেংরামরি গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভায় অংশ নেন তিনি।

এর আগে প্রতিমন্ত্রীর ফরাদ হোসেন এমপির আমদহ ইউনিয়নে আগমন উপলক্ষে এর আগে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকনের নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এক বিশাল মোটরসাইকেল র্যালির মাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীকে বরণ করে নেন। এবং স্থানীয় জনগণ তাকে শুভেচ্ছাসহ বরন করে নেন।